# সম্প্রীতি

নভেম্বর ২০২২

"সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি প্রকল্প" এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বুলেটিন। কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফের রাজাপালং, হোয়াইক্যং, হ্নীলা ইউনিয়ন এবং রোহিঙ্গা ও স্থানীয়দের মধ্যে 'সামাজিক সংযোগ' উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনএইচসিআর এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।


## শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত
## সবাই মিলে শান্তি বজায় রাখতে একসাথে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গিকার

অভিবাসন প্রেক্ষাপটে সামাজিক সংযোগ জোরদার করতে পারে এমন বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে শান্তি বিনির্মাণে অবদান এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সেতু নির্মাণে একসাথে কাজ করার জন্য ধর্মীয় নেতাদের সাথে ১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ইউনিয়নে সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সর্বাধিক সংখ্যক সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপে হিসাবে প্রকল্পটি শান্তি বিনির্মাণ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক সংযোগ বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে সেশন পরিচালনা করা হয়। অধিবেশনে সবচেয়ে প্রভাবশালী ১২জন ধর্মীয় নেতা অংশ নেন। অধিবেশনের পরে, ধর্মীয় নেতারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে তারা তাদের সামাজিক সংযোগ বিষয়ে বিপুল সংখ্যক সম্প্রদায়ের লোকের কাছে পৌঁছে দেবেন। সভায় অংশগ্রহণকারীরা মানবাধিকার,

**শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়ে মাও. জাফর আলম (সাধারণ সম্পাদক- ইমাম সমিতি, উখিয়া) বক্তব্য রাখছেন। ছবি: মোঃ শাহাজাহান-এফসি**

সামাজিক সংযোগ এবং তাদের উন্নতির উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। তারা সামাজিক শান্তি ও সামাজিক নিরাপত্তার উন্নতিতেও রোহিঙ্গা ইস্যু তুলে ধরেন। অধিবেশন চলাকালীন, ধর্মীয় নেতারা ধর্মের আলোর মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি উন্নত করতে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঝুঁকি কমাতে তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা মনে করেন এই ধরনের অধিবেশন বাড়ানো এবং আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করা উচিত।

## সামাজিক সংযোগ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দ্বন্দ্ব নিরসনে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত
## স্থানীয় যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা, ইতিবাচক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অঙ্গিকার ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করনে অ্যাডভোকেসি সভা গত ২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আইয়ুব আলী, রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী এবং পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্য ও গ্রাম পুলিশগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প সমন্বয়কারী জাহাঙ্গীর আলম এর সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি ও কমিউনিকেশন অফিসার তানজির উদ্দিন রনি।

**আমরা সকলে মিলে দেশকে স্বাধীন করেছি। আমরা সবাই মিলে শান্তি বজায় রাখতে একসাথে কাজ করবো। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সরকারের কাজ সরকার করবে, আমরা শান্তি বজায় রাখতে সবাই সহনশীল হবো।**

অংশগ্রহণকারীরা মানবাধিকার, সামাজিক সংযোগ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কে সংবেদনশীল হয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের আমন্ত্রিত নেতাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। হোস্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা বুঝতে পেরেছে যে রোহিঙ্গারাও মানুষ এবং তাদের মানবাধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

সভার শুরুতেই প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ "ক্যাম্পের ভিতরে বসবাসকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতাশা ক্রমশ বাড়ছে, ক্যাম্প এর ভিতরে বসবাসকারী স্থানীয়দের গাড়ি চালানোর সীমাবদ্ধতার কারনে

**প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরনে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন তানজির রনি। ছবি: মোঃ বাহাদুর-এফসি**

অনেক গাড়ি চালক এখন কর্মহীন হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন বাজারে চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যুব সমাজের বিভিন্ন অপরাধমুলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা বাড়ছে" উপস্থাপন করা হয়। এবং সুপারিশ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

ও রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরা, যুব সমাজকে অপরাধমুলক র্কমকান্ড থেকে বিরত রাখতে ইউনিয়ন পরিষদের ভুমিকা এবং কর্মহীন হয়ে পড়া গাড়ি চালকদের বিষয়ে সিআইসি ও এপিবিএন এর অধিপরার্মশ গ্রহন করা" উপস্থাপন করা হয়। উপরোক্ত বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে

**প্রকল্পের সহায়তায় ইউপি সচিব ও গ্রাম পুলিশের মধ্যে ১টি করে ছাতা ও টর্চ লাইট বিতরণ করা হয়। ছবি: মোঃ শাহাজাহান-এফসি**

কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সুযোগ দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। সভায় ইউপি সচিব ও ১১জন গ্রাম পুলিশের মাঝে ১টি করে ছাতা ও টর্চ লাইট বিতরণ করা হয়।

## উখিয়া এবং টেকনাফ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

### ইতিবাচক খবর প্রচারে সবাইকে আহ্বান

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বিষয়ে সংবাদ তৈরি, সংবাদ তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা, উত্তরণ এবং প্রত্যাবাসন বিষয়ে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব মুজিবুল ইসলাম। কোস্ট ফাউন্ডেশন, ১০ ও ১১ অক্টোবর ২০২২, ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় উখিয়া এবং টেকনাফ প্রেস ক্লাবে পৃথক দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ২৮ জন স্থানীয় সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

টেকনাফ প্রেসক্লাবের সভাপতি ছৈয়দ হোসাইন বলেন, প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ার কারনে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয়দের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। রোহিঙ্গাদের আমরা চাইলেই তাদের নিজ দেশ মায়ানমারে ফেরত পাঠাতে পারি না। আন্তর্জাতিক আইন মেনেই রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ সরকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উখিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইদ মোহাম্মদ আনোয়ার বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে সংবাদ তৈরিতে আমাদের সবসময় দেশের স্বার্থকে প্রথমে বিবেচনায় রাখতে হবে।

**রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানে করনীয় বিষয়ে কথা বলছেন জাবেদ ইকবাল চৌধুরী (সাবেক সভাপতি, প্রেস ক্লাব, টেকনাফ)। ছবি: আহাম্মদ উল্লাহ-এফসি**

দেশের ভাবর্মূতি ক্ষুন্ন হয় এইরকম সংবাদ তৈরি থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। সাংবাদিকরা সমাজের একটি গুরুত্বর্পূণ অংশ তাদের অনেক প্রতিকুলতার মধ্যে কাজ করতে হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

**রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইতিবাচক খবর প্রচারে সবাইকে আহ্বান জানান কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব মুজিবুল ইসলাম। ছবি: জুলফিকার হোসাইন-এফসি।**

সভায় কক্সবাজার প্রেসক্লাবের সভাপতি মুজিবুল ইসলাম বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গা ইস্যুতে কোন না কোনভাবে সংবাদ করি, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মায়ানমার এবং আন্তর্জাতিক মহল যেন আমাদের সংবাদ থেকে কোন ভুল ব্যাখা না নেয়। আমরা জানি রোহিঙ্গাদের মধ্যেও কিছু খারাপ মানুষ রয়েছে, তবে গুটি কয়েক খারাপ মানুষের জন্য পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে খারাপভাবে উপস্থাপন করাটা বাংলাদেশের জন্য শুভকর নয়। এতে করে মায়ানমার সরকারও রোহিঙ্গাদেও নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করতে সুযোগ পাবে যা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার সুযোগ তৈরি হব।

**আইএসসি প্রকল্পের মাসিক কার্যক্রম লক্ষ্য ও অর্জন, অক্টোবর ২০২২**

| কাজের নাম | লক্ষ্য | অর্জন |
|---|---|---|
| শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত | ০৪ | ০৪ |
| সাংবাদিকদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনময় কর্মশালা | ০২ | ০২ |
| শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ক্যাম্পের পাশে বসবাসকারী স্থানীয় মানুষের সাথে সভা | ০২ | ০২ |
| সংবেদনশীল সেশন (স্কুল/মাদ্রাসা/কলেজ পর্যায়ে) | ০২ | ০২ |
| স্থানীয় যুব ক্লাবের সদস্যদের ত্রৈমাসিক সভা | ০২ | ০২ |

**বুলেটিনে ব্যবহৃত সকল ছবি ধারন করার পূর্বে স্টেকহোল্ডার ও প্রকল্প অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।**

**প্রয়োজনে আরো তথ্য ও যোগাযোগের জন্য**
**কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার কেন্দ্র, ফোন: ০৩৪১-৬৩১৮৬, মোবাইল: ০১৭১৩-৩২৮৮২৭**
**ইমেইল: jahangir.coast@gmail.com, ওয়েবসাইড: www.coastbd.net**